দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের আরও বৃত্তি দিন– প্রধানমন্ত্রী ॥ ক্রিকেট একাডেমী নির্মাণে অস্ট্রেলিয়া সাহায্য দেবে– হাইকমিশনার

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশে শিক্ষার মান উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়ার বর্ধিত সহায়তা কামনা করেছেন। তিনি দু'দেশের বাণিজ্য ব্যবধান হ্রাসে বাংলাদেশ থেকে আমদানি বৃদ্ধি করার জন্যও অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শনিবার বিকালে তাঁর কার্যালয়ে অস্ট্রেলিয়ার নবনিযুক্ত হাইকমিশনার লরেইন বারকারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। খবর বাসস/ইউএনবির।

বেগম জিয়া বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা লাভে সহায়তা প্রদানে তাদের জন্য আরও বৃত্তি প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি দেশে শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্যও অস্ট্রেলিয়ার সহায়তা কামনা করেন।

বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের মেধাবী বর্ণনা করে অস্ট্রেলীয় দূত বলেন, আগামী পর্যালোচনা বৈঠকে তিনি তাদের বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়টি উত্থাপন করবেন।

বারকার উল্লেখ করেন, অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। তিনি বলেন, কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও সিরামিক সামগ্রী এখন ব্যাপক হারে অস্ট্রেলিয়ায় রফতানি করা যেতে পারে।

বারকার বলেন, অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, পুষ্টি এবং আর্সেনিক দূষণমুক্ত প্রকল্পে বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার সহায়তায় এখানে একটি ক্রিকেট একাডেমীও নির্মিত হবে।

বেগম জিয়া সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দানে সহায়তা প্রদান এবং যৌথ উদ্যোগে সেবিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান।

প্রধানমন্ত্রী দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য ব্যবধান হ্রাসে আরও বাংলাদেশী পণ্য আমদানির জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ থেকে পাট, পাটজাত সামগ্রী, চা, চামড়া, ওষুধ এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট আমদানি করতে পারে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশে আইটি খাতে বিনিয়োগ করতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বারকার চট্টগ্রাম রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) তাঁর সাম্প্রতিক সফরের কথা উল্লেখ এবং একে বিনিয়োগের আদর্শ স্থান হিসাবে বর্ণনা করেন।

দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল বিনিময় এবং উচ্চপর্যায়ের সরকারী প্রতিনিধি দলের ঘন ঘন সফর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশকে উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বর্ণনা করে অস্ট্রেলীয় দূত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

বহু আন্তর্জাতিক বিষয়ে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া অভিন্ন ধারণা পোষণ করে উল্লেখ করে তিনি জাতিসংঘের অধীনে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘের অধীনে পৃথিবীর বহু দেশে বাংলাদেশী ও অস্ট্রেলীয় বাহিনী একযোগে কাজ করছে।

বেগম জিয়া গত বছর কুয়ালালামপুরে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে তাঁর অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন, অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক দু'দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং আশা প্রকাশ করেন, তার দায়িত্ব পালনকালে দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। রাষ্ট্রদূত বলেন, তিনি দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরও সুসংহত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল সিদ্দিকী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।